বুলেটিন নং: ৩৪
বর্ষ: ১১, সংখ্যা: ৩
প্রকাশ কাল: ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫
অভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা $ 5

ইউপিডিএফ-এর ওয়েবসাইট
www.updfcht.org
Email: updfcht@yahoo.com

THE SWADHIKAR
স্বাধিকার
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

মাজলঙে সেনাদের প্রমোশনের বলি নিরীহ লোকজন

নিরীহ লোকজন ধরে তাদের হাতে পুরোনো অকেজো বন্দুক গুঁজে দিয়ে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা কিছু কিছু সেনা কমান্ডারের জন্য বর্তমানে ফেভারিট পাসটাইম হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রমোশন পাওয়ার জন্যই এভাবে নিরীহ লোকজনকে বলি দেয়া হচ্ছে।

সংবাদপত্রগুলোও অতি উৎসাহের সাথে সেনা কর্মকর্তাদের সরবরাহ করা এইসব রিপোর্ট ছাপিয়ে থাকে। তৃতীয় কিংবা নিরপেক্ষ সোর্স থেকে ঘটনার সত্যতা যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করে না। এভাবে রিপোর্ট ছাপানোর একটাই উদ্দেশ্য। আর তা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামকে সন্ত্রাসীদের আখড়া হিসেবে উপস্থাপন করে সেনাবাহিনীর চলমান ও বর্ধিত উপস্থিতিকে জায়েজ করা।

এখানে দু'টি উদাহরণ দেয়া হল।

ঘটনা - ১

ডেইলী স্টার রিপোর্ট:

২ জুলাই ইংরেজী দৈনিক ডেইলী স্টার এক রিপোর্টে জানায়, "সেনা সদস্যরা গতকাল মাচালং থেকে দুইটি আগ্নেয়াস্ত্র, গোলা বারুদ ও টাকা পয়সাসহ ৭ জন আদিবাসীকে গ্রেফতার করেছে।

"সংবাদ পেয়ে বাঘাইহাট জোনের একটি সেনা টহল দল এলাকায় হানা দিয়ে তাদেরকে আটক করে। তাদের কাছ থেকে একটি রাইফেল, একটি রিভলবার, গোলাবারুদ এবং দেশীয় ও বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায়।

"আটককৃতদের দু'জন হলেন ইমেজ চাকমা, ৩০, এবং সুগত চাকমা, ২৮। অন্যদের পরিচয় এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি।"

আসলে যা ঘটেছে:

৩০ জুনের রাতে বাঘাইহাট জোনের (২০ বেঙ্গল) সেনা সদস্যরা পুরো মাজালং বাজার এলাকা ঘিরে ফেলে। পরদিন ভোরে প্রত্যেকটি বাড়িঘর ও দোকানে তল্লাশী চালায়। তবে তল্লাশীর সময় বেআইনী কোন কিছু উদ্ধারে সেনারা ব্যর্থ হয়। সেনা সদস্যরা এলাকার বৌদ্ধ মন্দিরেও জুতা পায়ে ঢুকে তল্লাশী চালায়। বাধা দিলেও এতে কোন কাজ হয়নি।

তল্লাশীর পর সেনারা বাজারের ভিসিআর হলে (এখানে ফিল্ম দেখানো হয়) গ্রামের সমস্ত যুবক ও মধ্য বয়সী পুরুষদের জড়ো করে।

আর্মিদের সাথে ছিল মুখোশ পরা একজন লোক। সেও সেনা পোষাকে সজ্জিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকজন তাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিল। সে জনসংহতি সমিতির একজন সশস্ত্র সদস্য। সেনারা তার অঙ্গুলি নির্দেশেই ২ ইউপিডিএফ কর্মি ও অপর ৫ সমর্থককে গ্রেফতার করে এবং ২০ জন গ্রামবাসীকে মারধর করে।

ঐদিন ছিল হাট বার। সেনারা আটককৃতদের হাতে দুইটি পিস্তল, একটি রাইফেল গুঁজে দিয়ে বাজারে ঘোরায় এবং এটাকে তাদের সাফল্য হিসেবে উপস্থাপন করে।

আটককৃত ইউপিডিএফ সদস্যদের পরিচিতি:

গ্রেফতারকৃত ইউপিডিএফ সদস্যরা হলেন সুগত চাকমা (৩৪) পিতা বাঘা চাকমা, গ্রাম হেদারা ছড়া, বঙ্গলতলী ইউনিয়ন, থানা বাঘাইছড়ি এবং

৭ম পাতায় দেখুন

সাজেক-এ পাহাড়ি উচ্ছেদের প্রতিবাদে ঢাকায় ২৯ জুলাই ইউপিডিএফ-ভুক্ত পিসিপি, যুব ফোরাম ও এইচ.ডব্লিউ.এফ-এর সমাবেশ

সংশোধনী

স্বাধিকারের গত সংখ্যায় (৩৩) "ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে খাগড়াছড়িতে বিশাল সমাবেশ" শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠায় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত সমাবেশে বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি এডভোকেট দুলাল লাল ভৌমিক ও সদস্য জনার্দন বক্তব্য রেখেছিলেন, কিন্তু ভুলক্রমে রিপোর্টে তাদের নাম আসেনি। এই অসাবধানতাজনিত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

-সম্পাদকমণ্ডলী

সাজেক-এ উচ্ছেদ অভিযান কিসের আলামত?

স্বাধিকার বিশেষ সংবাদদাতা

কাজলং ॥ ৩ জুলাই ॥

[জুন মাসের মধ্যভাগ থেকে যখন বিডিআর সদস্যরা সাজেক-এর বিস্তীর্ণ এলাকার পাহাড়ি জুমচাষীদের ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছিলেন, তখন স্বাধিকারের একজন বিশেষ প্রতিনিধি সেখানে জনগণের জীবনযাত্রা ও পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য অবস্থান করছিলেন। তিনি বিডিআর কর্তৃক পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযান এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের দুর্দশার চিত্র স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। ঘটনাস্থল সাজেক থেকে তার প্রেরিত রিপোর্ট হুবহু ছাপা হলো:]

বাঘাইছড়ি থানার সাজেক ইউনিয়নে সরকারী বাহিনী ব্যাপকহারে পাহাড়ি উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। একে তো এলাকায় খাদ্যাভাব (রাদ), বর্ষাবাদলের দিন, তার ওপর জুমের আগাছা সাফ করার (জুম দুলা) ভরপুর মৌসুম। এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই, বিডিআর সদস্যরা লোকজনের বাড়িঘর আগুনে পুড়ে ছাই করে দিচ্ছে অথবা ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। এখন তারা যাবেন কোথায়, খাবেন কি কোন কিছুরই কূল-কিনার করতে পারছেন না। অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সাহায্য দেয়া কিংবা সহানুভূতি জানানো দূরের কথা, বরং সরকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কেহ পায়ে হেঁটে, কেহ গাড়ীতে করে, কেহ বা হেলিকপ্টারে চেপে ধ্বংসযজ্ঞ ঠিকমত চলছে কিনা তা পর্যায়ক্রমে সরেজমিনে দেখে যাচ্ছেন। পুরো এলাকায় পাহাড়িদের মনে এখন অনিশ্চয়তা এবং আতংক বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষি বাহিনী বিডিআর-এর ৩২ ব্যাটেলিয়নের সদস্যরা গত জুন মাস থেকে ধেবাছড়া, রুইলুই, নিউ লংকর, ওল্ড লংকর, হালিম পুর, মাঝির বাড়ি, নন্দর এবং শিজক এলাকায় পাহাড়িদের বসত বাড়ি সব ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। সম্প্রতি গত ২৩ জুন ধেবাছড়ায় ৮টি এবং ২৫ জুন শিজক পাড়ে ৮টি ২দিনে মোট ১৬টি বাড়ি জোরপূর্বক ভেঙে দেয়। শুধু রুইলুই ক্যাম্পের বিডিআর-এর সদস্যরা গত এক সপ্তাহে ৩৪টি পাহাড়ি বসত বাড়ি ভেঙে দিয়েছে। উক্ত ৩৪ পরিবারের বাড়ির মালিকরা হলেন (ক) ধেবাছড়ার ১. খুলা মনি কার্বারী ২. স্মৃতি চাকমা ৩. গোপাল চন্দ্র চাকমা ৪. বীর কুমার চাকমা ৫. চন্দ্র বিজয় চাকমা ৬. ইন্দু বিকাশ চাকমা ৭. মদন কুমার চাকমা ৮. চিরঞ্জীব চাকমা (খ)রুইলুই পাড়ার ৯. পুস্তক জয় ত্রিপুরা (কার্বারী) ১০. হুলেন বসন ত্রিপুরা ১১. ওডুম ত্রিপুরা ১২. ওয়াকিসা ত্রিপুরা ১৩. সুর্যধন ত্রিপুরা ১৪. রিয়াং ত্রিপুরা ১৫. অনঙ্গ ত্রিপুরা ১৬. শশী ভূষণ ত্রিপুরা ১৭. অনঙ্গ মোহন ত্রিপুরা ১৮. হুয়াপা লুসাই (কার্বারী) ১৯. জুয়ালা লুসাই ২০. রুইয়া লুসাই ২১. লইয়া লুসাই ২২. নাকা লুসাই ২৩. মঙ্গল জয় ত্রিপুরা ; (গ) শশী ভূষণ কার্বারী পাড়ার- ২৪. অকবালা ত্রিপুরা ২৫. রাতা মনি ত্রিপুরা ২৬. মনু রঞ্জন ত্রিপুরা ২৭. সেন কুমার ত্রিপুরা ২৮. অজ কুমার ত্রিপুরা ; (ঘ) লালটং হেডম্যান পাড়ার-২৯. মুয়ানা লুসাই (কিমা); (ঙ) বলি কার্বারী পাড়ার- ৩০. সুদর্শন ত্রিপুরা ৩১.কুড়া বৈদ্য ত্রিপুরা ৩২. পক্বী ত্রিপুরা ৩৩. জগদীশ ত্রিপুরা ও ৩৪. হক্কিসা ত্রিপুরা। নন্দর, হালিমপুর ও শিজক এলাকায় বহু ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়াসহ অনেকগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের বিস্তারিত নাম ঠিকানা জানা যায় নি।

নিউ লংকর এলাকার পাহাড়িরা জানিয়েছেন বিডিআর সদস্যরা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে তাদের বাড়িগুলো সবুজ ঝোপ-পাতা দিয়ে ঢেকে লুকিয়ে রাখতে যাতে দেখা না যায়। কেউ দরদী সেজে হয়তো এই পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু পাহাড়িদের বাড়িগুলি কি পাখির বাসা, নাকি চানাচুরের প্যাকেট

৭ম পাতায় দেখুন

মাচালঙে কল্পনার অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস!

[illegible]

৭ম পাতায় দেখুন

সাজেক-এর নন্দরামে এক সেটলার পরিবার পুনর্বাসিত

[illegible]

৭ম পাতায় দেখুন

নারাইছড়িতে বিডিআর সদস্যদের চাঁদাবাজি

সাইরেন চাকমা, দীঘিনালা থেকে [illegible]

৭ম পাতায় দেখুন

খাগড়াছড়িতে সেনারা পিসিপির পোস্টার ছিঁড়ে দিয়েছে

[illegible]